কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

বই উৎসবে শুরু শিক্ষাবর্ষ

আনন্দময় হোক শ্রেণিকক্ষ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য গতকালের দিনটি ছিল আনন্দময়। প্রতিবছরের মতো এবারও বছরের প্রথম দিনে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পেয়েছে নতুন বই। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের স্বল্প পরিসরে অনেক আগে থেকেই বই দেওয়া শুরু হয়েছিল। ২০১০ সাল থেকে সরকার প্রথম থেকে নবম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীকে বিনা মূল্যে বই দিয়ে আসছে। প্রথম বছরে ১৯ কোটি ৯০ লাখ ৯৬ হাজার ৫৬১টি বই দেওয়া হয়েছিল। বছরওয়ারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে সেই সংখ্যা বাড়ছে। অর্থাৎ বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ায় প্রতিবছর বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বছরের প্রথম দিন থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলছে পাঠদান ও পরীক্ষা। তার ফলও পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিবছর পাসের হার বাড়ছে। এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০১০ সাল থেকেই যে দৃশ্যটি দেখা যাচ্ছে, তা হলো নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন বই হাতে পাওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে ফিরেছে শিক্ষার্থীরা। এই উৎসবের ফল অচিরেই পাবে বাংলাদেশ। শতভাগ পাসের হার যেমন অর্জিত হবে, তেমনি মানসম্মত শিক্ষাও নিশ্চিত হবে সব শিক্ষার্থীর জন্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে শিক্ষা নিয়ে। দেশের অভিভাবকদের জন্যও দিনটি ছিল আনন্দের।

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। আমরাও মনে করি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য লেখাপড়ার ব্যবস্থা এমনই হওয়া উচিত, যা তার ভেতরের সৃষ্টিশীলতাকে ঋদ্ধ করবে। পাঠের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ খুঁজে পাবে। যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্যই তার পাঠ্য বইটি আনন্দদায়ক হতে হবে। চিত্তাকর্ষক একটি বই শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করে। জানার আনন্দে পড়বে শিক্ষার্থীরা। এ জন্য শিক্ষার্থীরা যে বই পাচ্ছে, তা কিভাবে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

অতীতে আমাদের দেশেও বিনা মূল্যে বিতরণের বই কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে। বইয়ের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে একসময় নিম্নমানের বইও বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে যে সব অন্তরায় দূর করা যায়, ২০১০ সাল থেকে সেটা প্রমাণ করে আসছে সরকার। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একই সঙ্গে শিক্ষাকে অধিক মানসম্মত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রেণিকক্ষগুলো যেন আনন্দদায়ক হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সরকারের সযত্ন পরিচর্যায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আমরা আশা করি।